গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ
www.tarail.kishoreganj.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪১.৪৮৯২.০০০.২১.০০২.২৪-২৩

তারিখ: ০১ মাঘ, ১৯৩০ / ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

(জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান)

(জলমহাল আবেদন বিজ্ঞপ্তি নং- ০১/২০২৪)

"সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি' ২০০৯" অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট বদ্ধ শ্রেণির ইজারাযোগ্য জলমহাল ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (১লা বৈশাখ হতে ৩১ চৈত্র পর্যন্ত) সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখার ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-১)-৬৬২ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতি/সদস্যগণের নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচী, নিয়মাবলী/শর্তাবলী ও চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। বিস্তারিত তথ্যাদি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ হতে জানা যাবে।

"সময়সূচী"

অনলাইনে আবেদন দাখিল	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল
২৩/০১/২০২৪ (০৯ মাঘ ১৪৩০) থেকে ১৬/০২/২০২৪ (০৩ ফাল্গুন ১৪৩০)	১৬/০২/২০২৪ (০৩ ফাল্গুন ১৪৩০) এর পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (অফিস চলাকালীন সময়ে)

"১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল ও ইজারামূল্য"

ক্রমিক নং	উপজেলা	জলমহালের নাম (বদ্ধ)	আয়তন (একরে)	সরকারি মূল্য	মন্তব্য
০১	তাড়াইল	চর তালজাঙ্গা নদী	৯.৪০	১৪১০০/-	
০২	তাড়াইল	ইটাবন বিল	২.৯৪	৩৩৪৫২/-	
০৩	তাড়াইল	খাজা কুড়ি বিল	০.২৩	১৬৮০০/-	
০৪	তাড়াইল	বেলুয়া মারী বিল	৩.৫১	১৮৩৭৫০/-	
০৫	তাড়াইল	হাহোতি গোলডোবা বিল	১২.৫২	৪৮৮২৫০/-	
০৬	তাড়াইল	হিজলজানি বিল	৬.৩৪	১১৫৫০০০	
০৭	তাড়াইল	দাদ মাইনকা লম্বা বিল (মামলাভূক্ত)	৪.৪৫	৬৬৭৫/-	
০৮	তাড়াইল	হাহোতি বিল	৪.৫১	৬২১০৪/-	
০৯	তাড়াইল	বোয়ালিয়া বিল	৮.২৩	১২৩৪৫/-	
১০	তাড়াইল	গুবুদিয়া বিল	১৬.০০	৬৫১৫২৫/-	
১১	তাড়াইল	গঙ্গা দাইরা বিল	১.৯০	৩২৯১৮/-	
১২	তাড়াইল	দিগদাইড় মজাপুকুর (মামলাভূক্ত)	০.৬৪	৯৬০/-	
১৩	তাড়াইল	নগরকুল মজা পুকুর-১	২.৮৪	২৭৬৭২৮/-	
১৪	তাড়াইল	রাহেলা পুকুর (মামলাভূক্ত)	০.৬৫	৯৭৫/-	
১৫	তাড়াইল	ছোট বেইছা (মামলাভূক্ত)	১৫.১৬	২৪০৬৯/-	

০১. অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

০২. যে সকল জলমহাল/পুকুর সমূহের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহাল/পুকুর সমূহের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহাল/পুকুর সমূহের উপর অনুরূপ আদেশ সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুর সমূহের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

০৩. জলমহাল/পুকুর সমূহের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি www.tarail.kishoreganj.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

০৪. জলমহাল/পুকুর সমূহের আবেদন দাখিলের সকল শর্তাদি উপজেলা ওয়েব পোর্টাল ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ড হতে জানা যাবে।

০৫. অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জলমহাল/পুকুর সমূহের ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি সীলগালা বন্ধ খামে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে "জলমহাল/পুকুরসমূহের ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন" কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

০৬. অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টেড কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

০৭. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে চূড়ান্তভাবে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল/পুকুর ইজারা পাওয়ার জন্য ম্যানুয়ালী আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮. জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমিতি/সংগঠনকে সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে জলমহালের কোন অংশ ভরাট হয়েছে বা চাষ অনুপযোগী এবং আয়তন কম-বেশি হলে এ মর্মে কোন আপত্তি আনয়ন করা যাবে না। আপত্তি করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

০৯. যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরুপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

১০. কর্তৃপক্ষ কোনরুপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৫/০১/২০২৪

(আল মামুন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

স্মারক নং- ০৫.৪১.৪৮৯২.০০০.২১.০০২.২৪-২৩(১০০)

তারিখ: ০১ মাঘ, ১৯৩০ / ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট মো: মুজিবুল হক চুন্নু, মাননীয় সংসদ সদস্য, কিশোরগঞ্জ-৩।
০২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
০৩। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ।
০৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কিশোরগঞ্জ।
০৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল), কিশোরগঞ্জ।
০২। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কিশোরগঞ্জ।
০৩। উপজেলা কৃষি অফিসার, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
০৪। উপজেলা মৎস্য অফিসার, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
০৫। উপজেলা প্রাণিঅফিসার, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
০৬। অফিসার ইনচার্জ, তাড়াইল থানা, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
০৭। উপজেলা প্রকৌশলী, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
০৮। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
০৯। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
১০। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
১১। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
১২। চেয়ারম্যান/সচিব.....ইউপি (সকল), তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।

অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য।

১৩। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি উপজেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪। জনাব.....মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি/বিশিষ্ট ব্যক্তি/কৃষি সংগঠনের প্রতিনিধি/নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ। বহুল প্রচারের জন্য।

১৫। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ...ইউনিয়ন ভূমি অফিস, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ। বিজ্ঞপ্তিটি মাইক যোগে ও ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র সাথে .....কপি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিগুলো তার ইউনিয়নে সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অফিসসমূহে ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জারী করে জারীর এস.আর কপি ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৬। সম্পাদক, দৈনিক.....পত্রিকা। এসাথে পেরিত বিজ্ঞপ্তি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে ( ) কেবলমাত্র ০১ (এক) দিনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ।

১৭। নোটিশ বোর্ড/ অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

Mashura ১৫.০১.২৪

(মাশতুরা আমিনা)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

"সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী: (২০ একর পর্যন্ত)"

১. "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি' ২০০৯" এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২. জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী কোন সমিতি বছরের যেকোন সময় জলমহাল গ্রহণ করলেও ঐ বছরের ১ বৈশাখ হতে ইজারা হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩. উপর বর্ণিত কার্যালয় সমূহ হতে উল্লিখিত তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাড়াইল, বরাবরে ৫০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে অর্ডার (যে কোন তফসিলভূক্ত ব্যাংক) মূলে (অফেরতযোগ্য) আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে। আবেদন ফরমের সমুদয় কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। পূরণকৃত আবেদন ফরমটি অনলাইনে স্ক্যান করে দাখিল পূর্বক ফরমের মূল কপি ৫০০/- টাকার জমার রশিদসহ অন্যান্য প্রিন্টেড কপি সাথে জমা করতে হবে।

৪. আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ২০% অর্থ জামানত বাবদ সরকার অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাড়াইল বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মারফত জমা দিতে হবে। জামানতের অর্থ ইজারার শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৫. দরপত্রে উল্লিখিত দরের ১০% হারে আয়কর এবং ১৫% হাবে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ম বছরের গৃহীত মূল্যের সাকূল্য টাকা ডাক গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতোপূর্বে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং জলমহাল পুনঃ ইজারা/বন্দোবস্ত জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। এছাড়া সরকার কর্তৃক আয়কর ও ভ্যাট এর বর্ধিত করা হলে ইজারাদার তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৬. কোন মৎসজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন ০২ (দুই) টির বেশি জলমহাল ইজারা গ্রহণ করতে পারবে না।

৭. জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমিতি/সংগঠনকে সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারার কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এতদসংক্রান্ত কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮. আবেদনকারী সমিতি প্রকৃত মৎস্যজীবী কি-না এবং সমিতির অবস্থান জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী কি-না এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৯. কোন সমিতি ইজারা ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা জলমহাল বিষয়ে অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে উক্ত সমিতি ইজারার আবেদনের অযোগ্য বিবেচিত হবে।

১০. জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১১. সরকারি জলমহাল ইজারা নীতি' ২০০৯ এর ভিত্তিতে একটি মাত্র প্রকৃত সমবায় সমিতি/সংগঠনের আবেদন পাওয়া গেলেও উক্ত সমিতির অনুকূলে ইজারা প্রদান করতে হবে। একাধিক সংগঠন/সমিতি আবেদন করলে এবং একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিবেচিত হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে একটি নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

১২. সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লীজ বাতিল করতে পারবেন এবং বাতিলকৃত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদান করতে পারবেন।

১৩. কোন সমিতি/সংগঠন বরাবরে কোন জলমহাল ইজারা প্রদানের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসক মহোদয় কর্তৃক ইজারা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে ১ম বছরে সাকূল্য ইজারা মূল্য (ভ্যাট, আয়করসহ) পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী প্রতি বছরের ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারা মূল্য যথা সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রদত্ত ইজারাদেশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৪. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীববর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যাক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

১৫. ইজারার ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ ও ভবিষ্যতে প্রযোজ্য সকল নিয়ম নীতি ইজারাদারদের জন্য অবশ্যই পালনীয় হবে।

১৬. ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতে সাব-লীজ দেওয়া যাবে না বা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দেওয়া যাবে না। যদে সাব-লীজ প্রদান প্রমাণিত হয় তবে ইজারাদেশ বাতিল করা হবে এবং জলমহালের জমাকৃত অর্থ সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১৭. ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহাল ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ত থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ত ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের উপর ন্যস্ত হবে।

১৮. ইজারাকৃত সকল জলমহালের মৎস্য সম্পদ পরিচর্চামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গভেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ তথ্য সংগ্রহ ও খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

১৯. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক প্রাণী আটকে রাখা যাবে না।

২০. যে সকল জলমহাল (নদী, হাওড়, খাল) ইত্যাদি থেকে জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে শেষ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্ন করা যাবে না এবং ইজারাকৃত বদ্ধ জলমহালের মৎস্য চাষে ক্ষতি না করেও পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।

২১. ইজারকৃত সরকারি জলমহালের পাড়ে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২২. সরকারি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদেও সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে এবং উক্ত সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল ইজারা দেয়া হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২৩. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রুপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আরোহণে অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৪. ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষষে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৫. জলমহালসমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব বাগানের সৃষ্টি করতে হবে। যা মাছ চাষে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেউ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি স্বীকার করতে পারবে না।

২৬. প্রথম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকা মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৭. ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে কোনরুপ করণিক ভুল পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনযোগ্য।

২৮. ইজারা মূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন । অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামল মোকদ্দমা করতে পারবে না। লিজ চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

২৯. মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহে সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

৩০. আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাতে ইজারামূল সমন্বয় কিংবা ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩১. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সনের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোনো বিধান লংঘিত হয়।

৩২. এতদসংঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩৩. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৩৪. কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদন গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৫/০৪/২০২৪

(আল মামুন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

"সাধারণ আবেদনে ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদে জলমহাল/পুকুর ইজারা সংক্রান্ত অনলাইনে আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির চেকলিষ্ট"

১.সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি' ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত চেকলিষ্ট অনুসরণপূর্বক অনলাইনে সাধারণ আবেদনে জলমহাল/পুকুর ইজারার আবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(ক) আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর নাম ও ঠিকানা:

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন) এর সত্যায়িত কপি;

(গ) সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র (সত্যায়িত);

(ঘ) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভার কার্যবিবরণী;

(ঙ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নামের তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ);

(চ) জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রুপরেখা;

(ছ) ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (ব্যাংক রুলস অনুসারে);

(জ) অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঝ) টিআইএন নম্বর (যদি থাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযোজন করতে হবে);

(ঞ) ইতোপূর্বে জলমহাল বন্দোবস্থ নিয়েছে কিনা, নিয়ে থাকলে কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কিনা;

(ট) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা উপজেলা প্রশাসকন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(ঠ) মৎস্যজীবী সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র (সত্যায়িত);

(ড) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(ঢ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রদেয় জামানত বাবদ ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার;

(আল মামুন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ